২০।

ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL 19 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

আনন্দমোহন কলেজে সন্ত্রাস নির্মূলে সুধী সমাবেশ

বহিরাগত ও কলেজের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি

জাহাঙ্গীর আলম লিটন, ময়মনসিংহ থেকে : জীবনের নিরাপত্তা না থাকার কারণে মেধাবী ছাত্ররা এখন রাজনীতিতে না আসায় সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গতকাল রোববার আনন্দমোহন কলেজে সন্ত্রাস নির্মূলের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে এ কথা বলেন।

সন্ত্রাসের কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষিত আনন্দ মোহন কলেজে সন্ত্রাস নির্মূল ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে গতকাল বিকালে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলেজ অধ্যক্ষ ড. মজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে শিক্ষক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে দীর্ঘ ৪ ঘন্টা আলোচনা হয়। আলোচনায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক সংগঠন, সুধীজন, শিক্ষক পরিষদ নেতৃবৃন্দ, ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশ নেন। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বহিরাগত সন্ত্রাসী ছাড়াও কলেজ অভ্যন্তরে যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত তাদের সঠিক তালিকা প্রণয়ন করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

শিক্ষকদের বাসায় সন্ত্রাসীদের হামলার ঘটনা প্রসঙ্গে সাবেক অধ্যক্ষ এ কে এম সামসুল ইসলাম আবেগ তাড়িত হয়ে মন্তব্য করেন- সন্ত্রাসীদের হামলা থেকে নিজেদের জীবন রক্ষা করার জন্য শিক্ষকদের উচিত আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স করা। আনন্দ মোহন কলেজে বর্তমানে একমাত্র ছাত্রলীগেরই সংগঠন রয়েছে। ফলে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ছাত্রলীগই করছে। এই কারণে তিনি ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দকেই সন্ত্রাসীদের তালিকা প্রণয়ন করার আহ্বান জানান।

নবাগত পুলিশ সুপার শাহ আলম শিকদার কলেজের সন্ত্রাস নির্মূল করার ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি কলেজ ক্যাম্পাসে অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি বসানোর সকলের দাবির প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে অবিলম্বে তা কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দেন।

জেলা প্রশাসক রফিকুল ইসলাম ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য বিচার, পুলিশ ও কলেজ কর্তৃপক্ষ বিভাগ থেকে একজন করে সদস্য নিয়ে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি করার আশ্বাস দেন।

এর আগে সকাল ১১টার দিকে শিক্ষক পরিষদ এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন।